পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্তকৃত ৮০টি প্রকল্প ও পুনঃখননকৃত ৪৩০টি ছোট নদী/খাল/জলাশয়ের শুভ উদ্বোধন সহ নতুন ২০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৬ অক্টোবর, ২০২৩

এক নজরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) সাফল্য

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পানির সুষ্ঠু, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগ নিরাপদ করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৯৭০টি ছোট বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুগুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদীভাঙন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ১৬৬৩১ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৫৫১ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষার নিমিত্তে ৫০৫০ কিলোমিটার ড্রেজিং ও খনন করে জীববৈচিত্রময় গ্রীন ইকোসিস্টেম রক্ষা করা হচ্ছে। ১৪০টি সেচধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় বাৎসরিক প্রায় ১.১১ কোটি মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ উপহার দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে বর্তমানে ২৬টি কার্যক্রম বাপাউবো সরাসরি/আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ে হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সকল অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মধ্যেমে কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা মৌসুমে ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট আগাম বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। Google Map এ Google Flood Alert Service এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যন্ত বন্যার তাৎক্ষণিক তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সম্বলিত প্লাবন মানচিত্র এবং আগাম সতর্কবার্তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এ অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারিগরি ক্যাটাগরিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় **"ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১"** অর্জন করে।

"স্মার্ট বাংলাদেশ" বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার, ই-ফাইলিং ব্যবহার, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার, হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ই-মনিটরিং করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ চালু করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সারাদেশে অব্যাহত ড্রেজিং, River Stabilization, ক্রসড্যাম নির্মাণ, টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজে লাগানোর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসনে প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় **'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২'** অর্জন করেছে। Scheme Information Management System (SIMS) সফটওয়্যার তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২ লাভ করেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি দল। জীববৈচিত্র্য, নদীতীর ও বাঁধ রক্ষায় পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর ধারাবাহিকতায় চলীত অর্থ-বছরে প্রায় ১২ লক্ষ বৃক্ষরোপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

একুশ শতকের উপযোগী বাংলাদেশ বিনির্মাণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তির সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শতবর্ষের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছর

২০০৯	কর্মকান্ড	২০২৩	সাফল্যের ১৫ বছর
৭০৯	বাস্তবায়িত প্রকল্প (সংখ্যা)	৯৭০	২৬১
১৫১৮০	পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে সরকারী বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	৬৮৭২৪	৫৩৫৪৪
-	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড অর্থায়নে সমাপ্তকৃত প্রকল্প (সংখ্যা)	১৩০	১৩০
২০	নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	৫০৫০	৫০৩০
৩০	ড্রেজার সংখ্যা (সেট)	৪১	১১
৬০.৭৩	সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (লক্ষ হেঃ)	৬৬.৩৭	৫.৬৪
১৪.১৫	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (লক্ষ হেঃ)	১৬.৪৯	২.৩৪
১০২০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিঃমিঃ)	১০৮৬.৬২	৬৬.৬২
৫৬১	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (কিঃমিঃ)	১৫৫১	৯৯০
২২০	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	২৫১	৩১
১৫০৮৭	বাঁধ নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৬৬৩১	১৫৪৪
১০৩১	সড়ক- সেমি পাকাসহ (কিঃমিঃ)	১১৩৬	১০৫
৫১৭৪	সেচ খাল খনন (কিঃমিঃ)	৫৩৫৫	১৮১
৪০০৩	নিষ্কাশন খাল খনন (কিঃমিঃ)	৪৫০২	৪৯৯
১৪০৯৩	পানি অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১৫৯৬৬	১৮৭৩
১৯	পাম্প হাউজ নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩	৪
১৩০২	স্লোজার (সংখ্যা)	১৪৩১	১২৯
৫৬০০	ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৮১১	২১১
২	রাবার ড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	৩
১	জলাধার নির্মাণ (সংখ্যা)	২	১

* তথ্য সমূহ বর্ণিত সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত

নদীতীর সংরক্ষণ, চরবাড়িয়া, বরিশাল

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ৫ বছর

কর্মকান্ড	২০১৮	২০২৩	সাফল্যের ০৫ বছর
বাস্তবায়িত প্রকল্প (সংখ্যা)	৮৪২	৯৭০	১২৮
পানি সম্পদ উন্নয়ন খাতে সরকারী বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	৩৫৮৮০	৬৮৭২৪	৩২৮৪৪
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড অর্থায়নে সমাপ্তকৃত প্রকল্প (সংখ্যা)	৭৯	১৩০	৫১
নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	১০৪৯	৫০৫০	৪০০১
ড্রেজার সংখ্যা (সেট)	৩৯	৪১	২
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (লক্ষ হেঃ)	৬৪.৬১	৬৬.৩৭	১.৭৬
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (লক্ষ হেঃ)	১৬.০৭	১৬.৪৯	০.৪২
ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিঃমিঃ)	১০৫৭.৬৫	১০৮৬.৬২	২৮.৯৭
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (কিঃমিঃ)	১১৪৮	১৫৫১	৪০৩
স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	২২৫	২৫১	২৬
বাঁধ নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৬১৩৪	১৬৬৩১	৪৯৭
সড়ক- সেমি পাকাসহ (কিঃমিঃ)	১০৮২	১১৩৬	৫৪
সেচ খাল খনন (কিঃমিঃ)	৫৩৫৫	৫৩৫৫	০
নিষ্কাশন খাল খনন (কিঃমিঃ)	৪৫০০	৪৫০২	২
পানি অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১৫১৪৮	১৫৯৬৬	৮১৮
পাম্প হাউজ নির্মাণ (সংখ্যা)	২২	২৩	১
ক্লোজার (সংখ্যা)	১৩৯৩	১৪৩১	৩৮
ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৬৭৭	৫৮১১	১৩৪
রাবার ড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	৫	৫	০
জলাধার নির্মাণ (সংখ্যা)	২	২	০

* তথ্য সমূহ বর্ণিত সাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত

জয় বাংলা এভিনিউ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

জয় বাংলা এভিনিউ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে বিগত ৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৯৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার মধ্যে বিভিন্ন সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ টি প্রকল্প উদ্বোধন করেন ও অবশিষ্ট ৮০টি প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায়:

কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা

১। ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ১৮৭৯৮.০৯ লক্ষ টাকা;

২। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৮৯২৪৬.৪লক্ষ টাকা;

৩। টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ২৬২৭৬.৩৩ লক্ষ টাকা;

৪। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ১৬০৮৭.৯৮ লক্ষ টাকা;

৫। টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-গাছকুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ১০৩৬৩.৫১ লক্ষ টাকা;

৬। মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধূলসুরা এলাকা নদী ভাঙন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৫৫১.২১ লক্ষ টাকা;

৭। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২০০৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা;

৮। জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২৩৬৫৩.০৭ লক্ষ টাকা;

৯। জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ২৪০৬.৩ লক্ষ টাকা;

১০। নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৯০৩৪১.৭৬ লক্ষ টাকা;

১১। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭০১.২ লক্ষ টাকা;

১২। কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৪৭১৭.৩৬ লক্ষ টাকা;

১৩। কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৩৫৯৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা;

১৪। নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ডিংগাপোতা হাওরের অভ্যন্তরে খাল পুনঃখনন ও ফসল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৪৫১৩.৪৩ লক্ষ টাকা;

নদীতীর সংরক্ষণ, বাচামারা, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ

নদীতীর সংরক্ষণ, অর্জুনা, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা

১। কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৪৩৮২.৮৫ লক্ষ টাকা;

২। সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৮৫১.৬২ লক্ষ টাকা;

৩। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৩৫০০.৩৭ লক্ষ টাকা;

৪। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৫৫৫.৬০ লক্ষ টাকা;

৫। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৭২১১.১৩ লক্ষ টাকা;

৬। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২৯৫২.৭ লক্ষ টাকা;

৭। মেঘনা নদীর ভাঙন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৯০৪৮.১৭ লক্ষ টাকা;

৮। লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশেধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭৭৮.২৬ লক্ষ টাকা;

৯। লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২৩৭৩২.৬৪ লক্ষ টাকা;

১০। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডানতীর ভাঙন হতে নাঙ্গলমোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৪৫১১.০১ লক্ষ টাকা;

১১। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলাধীন দক্ষিণ সতর নদীর কূল ও মনিপুর এলাকা মুহুরী নদীর বাম তীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ১৪৮১.৮৯ লক্ষ টাকা;

১২। নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬১১৭.৮১লক্ষ টাকা;

১৩। নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ৭৮০১.৭৭ লক্ষ টাকা;

নদীতীর সংরক্ষণ, মেঘনা নদী, হরিনা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর

নদীতীর সংরক্ষণ, রহমতখালী খালের ডান তীরে সংরক্ষণ, লক্ষীপুর

উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট

১। হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা;

ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট

রেগুলেটর, কানাইঘাট, সিলেট

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম

১। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৪৯৭৪.৯৮ লক্ষ টাকা;

২। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৮৬৪.০৩ লক্ষ টাকা;

৩। চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ১৩৮৫১.৪২ লক্ষ টাকা;

৪। চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুন্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৭৯০৯.১৮ লক্ষ টাকা;

৫। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙন রোধ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩১৯১.২৫ লক্ষ টাকা;

নদীতীর সংরক্ষণ, হালদা নদীর বাম তীরে বড়ুয়া পাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম

খাল খনন, খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার

উত্তরাঞ্চল, রংপুর

১। রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ১৫৮৯৭.৩৫ লক্ষ টাকা;

২। রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ১২৬৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা;

৩। যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ২৬৭৩৪.৫৯ লক্ষ টাকা;

৪। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৬২৪৭ লক্ষ টাকা;

৫। দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙন প্রতিরোধ ও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৫২৭৬.৩৯ লক্ষ টাকা;

৬। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ২৩৬৭.৭১ লক্ষ টাকা;

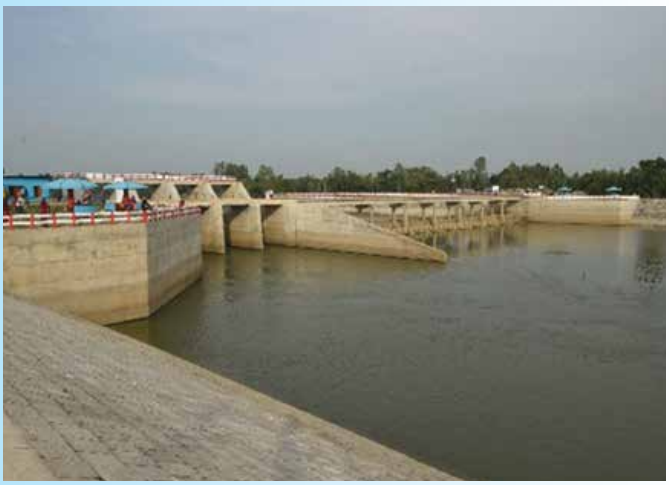

পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, গৌরীপুর, দিনাজপুর

নদীতীর সংরক্ষণ, গণকবর, গাইবান্ধা

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী

১। সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৩৬১৭.৬৩ লক্ষ টাকা;

২। যমুনা নদীর ভাঙন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ৪২৯৯৪.৩ লক্ষ টাকা;

ভূমি পুনরুদ্ধার, সিরাজগঞ্জ

তুলশীগঙ্গা নদী: বিলের ঘাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

৩। জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ১২৭০৮.২৩ লক্ষ টাকা;

৪। নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৪১৩৬.৫৮ লক্ষ টাকা;

৫। নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ৩৮৬৯.৯ লক্ষ টাকা;

৬। পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৩৪৭৯২.৪৫ লক্ষ টাকা;

পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর

১। ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ৩৩২০৯.৭২ লক্ষ টাকা;

২। ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ২৯৯৯৮.৫৫ টাকা;

৩। রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭৫৬১.৪২ লক্ষ টাকা

৪। শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৪১৭১৯.০৬ লক্ষ টাকা;

৫। সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৪২৮৮.৬১ লক্ষ টাকা;

৬। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ৬১৭০.১৫ লক্ষ টাকা;

৭। রাজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৯১০৮.৭৯ লক্ষ টাকা;

৮। কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ২১৩২৪.৯১ লক্ষ টাকা;

৯। গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ২১৭৮৬.১৫ লক্ষ টাকা;

নদীতীর সংরক্ষণ, এমপিডাঙ্গী এলাকা, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর

নদীতীর সংরক্ষণ, জয় বাংলা এভিনিউ, নড়িয়া, শরীয়তপুর

দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল

১। কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা;

২। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪১৮৪.৫৫ লক্ষ টাকা;

৩। বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭৯৪.৫ লক্ষ টাকা;

৪। মেঘনা নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭৫৬৮.৯ লক্ষ টাকা;

৫। বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ১০০৩.৯৯ লক্ষ টাকা;

৬। পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩১৬৪.২৯ লক্ষ টাকা;

৭। বরগুনা জেলার উপকুলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৫৯৭০.৬৪ লক্ষ টাকা;

৮। মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৩৪৫৭৪.৮৪ লক্ষ টাকা;

৯। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ৪৮২৫৮.৫ লক্ষ টাকা;

১০। ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৫৩২৭০.৭৩ লক্ষ টাকা;

১১। মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৩৩১১৯.১৩ লক্ষ টাকা;

১২। নদীতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৬০২০২.০২ লক্ষ টাকা;

১৩। মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ২৬৩১০.৮৪ লক্ষ টাকা;

১৪। ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্প ব্যয়: ২৯৪৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা;

নদীতীর সংরক্ষণ, চরবাড়িয়া, সদর উপজেলা, বরিশাল

নদীতীর সংরক্ষণ, লালমোহন, ভোলা

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা

১। ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২৯২৬.৮৬ লক্ষ টাকা;

২। খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (অক্টোবর, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ২৮৮৯৪.৮১ লক্ষ টাকা;

৩। বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ১৯৪৭৭.৯৫ লক্ষ টাকা;

৪। বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প ব্যয়: ১৭৫১২.৮৩ লক্ষ টাকা;

৫। বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাকল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রান্ড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১);

৬। সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ১৫৮৭.০৮ লক্ষ টাকা;

৭। নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প ব্যয়: ২৪৫০.৯৩ লক্ষ টাকা;

৮। যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৪৩৪৮.৯৬ লক্ষ টাকা;

খাল পুন:খনন, বগুড়া নদী, বাগেরহাট

খাল পুন:খনন, বরুলী খাল, যশোর

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

১। Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Tranche-1) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৮০০৯৮.৫৪ লক্ষ টাকা;

২। চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প ব্যয়: ২৮৯৫১.৯ লক্ষ টাকা;

৩। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫১৫৩১.৮৩ লক্ষ টাকা;

৪। বু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) প্রকল্প ব্যয়: ৬০৩৩৬.৯ লক্ষ টাকা;

নদীতীর প্রতিরক্ষা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

নদীতীর সংরক্ষণ, জাফরগঞ্জ, শিবলয়, মানিকগঞ্জ

৪৩০টি ছোট নদী/খাল/জলাশয়ের শুভ উদ্বোধন

"বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়নে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয়ঃ ২২৫৬.৮৫ কোটি টাকা।

প্রকল্পের অংগঃ

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা
১	ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মোট সংখ্যা	৬৬৮ টি
২	ছোট নদী, খাল ও জলাশয়ের মোট দৈর্ঘ্য	৫২৬২.০৬৬ কিঃমিঃ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান অংগসমূহঃ

ক্রমিক নং	উন্নয়ন কার্যক্রম	অর্জন
১	পুনঃখনন/পুনরুদ্ধারকৃত খালের সংখ্যা	৪৩০ টি (৫৩১টি প্যাকেজ)
২	পুনঃখনন/পুনরুদ্ধারকৃত খালের দৈর্ঘ্য	৩৬৮৭ কিঃমিঃ
৩	ভূমি পুনরুদ্ধার	১০২৭.৮৭ একর

- এ প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় প্রায় ১৬০৩.৯৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী উচ্ছেদ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০২৭.৮৭ একর ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৪৬৪.১৭ কোটি টাকা।

উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবঃ

- ছোট নদী ও জলাশয় পুনঃখননের ফলে সেচের আওতা ও পরিমাণ বেড়েছে এবং খরচ কমেছে। পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জলাবদ্ধতার ঝুকি কমেছে। যেহেতু, নদ-নদীসমূহের জলধারণ ক্ষমতা বেড়েছে, খাল প্রশস্ত হয়েছে, শুকনো মৌসুমে পানি থাকছে, সেক্ষেত্রে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদানের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হচ্ছে।

পারুলি খাল, গাজীপুর

ভারসা খাল, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

১। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন লৌহজং নদীর ভাঙন হতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আওতাধীন কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোম্‌সসহ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৫১৬.৩০ লক্ষ টাকা;

২। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) প্রকল্প ব্যয়ঃ ২০৫৯৩.৮১ লক্ষ টাকা;

৩। ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যাখাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (আগস্ট ২০২৩ হতে জুন ২০২৬) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩১৭৫৯.০০ লক্ষ টাকা;

৪। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের পূনর্বাসন ও নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৩৪৫৬৫.৬৯ লক্ষ টাকা;

৫। ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬) প্রকল্প ব্যয়: ৫৮৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা;

৬। মেঘনা নদীর ভাঙন হতে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় নলের চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (আগষ্ট ২০২৩ হতে জুন ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়: ৩৭৭০৪.৫৪ লক্ষ টাকা;

৭। চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭) প্রকল্প ব্যয়: ৮২৭০২.০০ লক্ষ টাকা;

৮। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত বাগময়না এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মে, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৪) প্রকল্প ব্যয়: ৪৪৯১.০০ লক্ষ টাকা;

৯। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত ফেসীবাজার ও ভাঙ্গাবাড়ী এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৪) প্রকল্প ব্যয়: ৪৭৭৭.০০ লক্ষ টাকা;

১০। খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৮৬০০.৮৯ লক্ষ টাকা;

১১। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator Dam নির্মাণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৩৩৫৩.০৬ লক্ষ টাকা;

১২। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের স্থায়ী পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩ - জুন ২০২৭) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৬২২১.০০ লক্ষ টাকা;

১৩। সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২৩ হত জুন ২০২৪) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৬৮৯.৮৪ লক্ষ টাকা;

১৪। ফরিদপুর জেলার মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর সংযোগ রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (মার্চ, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৪৮১১০.০০ লক্ষ টাকা;

১৫। শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে মাঝিরঘাট জিরো পয়েন্ট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন,) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৮৫৯৭৬.৮৬ লক্ষ টাকা;

১৬। বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঙন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা;

১৭। বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাগুয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫১২৯২.০০ লক্ষ টাকা;

১৮। মেঘনার শাখা নদীর ভাঙন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, বাউশিয়া ও হরিনাথপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬২৮৮৬.০০ লক্ষ টাকা;

১৯। Flood Reconstruction Emergency Assistance Project (FREAP) প্রকল্প (এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৫) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৯৯৮১.১১ লক্ষ টাকা;

২০। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৮) প্রকল্প ব্যয়ঃ ৮৯৩৫৫.০৫ লক্ষ টাকা;

পানি ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, পান্থপথ, ঢাকা

নদীতীর সংরক্ষণ, কেদারপুর, নড়িয়া, শরীয়তপুর

নদীতীর সংরক্ষণ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

তালিমনগর পাম্প হাউজ, সুজানগর, পাবনা

তীর প্রতিরক্ষা কাজ, টেকনাফ, কক্সবাজার

নদীতীর সংরক্ষণ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নদী খনন, তুলশীগঙ্গা, মুরারীপুর, জয়পুরহাট

নদী ড্রেজিং, আড়িয়াল খাঁ, ফরিদপুর

নদীতীর সংরক্ষণ, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল

রেগুলেটর, চিতলমারী, বাগেরহাট

বাঁধ, পোল্ডার নং- ৩২, দাকোপ, খুলনা

নদীতীর সংরক্ষণ , গণকবর, গাইবান্ধা

উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ১৫ বছর

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

দেশের অগ্রযাত্রায় অঙ্গীকারবদ্ধ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

বাপাউবো.বাংলা